ইত্তেফাক

তারিখ ... 11/3/79 ...
পৃষ্ঠা ... 2 ... কলাম ... 1 ...

007

দৈনিক ইত্তেফাক

রবিবার, ২৬শে ফাল্গুন, ১৩৮৫

গরীব ছাত্রদের জন্য—

গরীব ছাত্রদের আর্থিক দুর্দশা লঘু করার জন্য সরকার একটি বিশেষ কর্মব্যবস্থা গ্রহণ করিতে যাইতেছেন। ব্যবস্থাটি হইল পার্ট-টাইম চাকুরীর সংস্থান। প্রথম দিকে উহা বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিবে এবং পরে ধীরে ধীরে কলেজ পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা হইবে। জনশক্তি উন্নয়ন ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রী জনাব এস, এ, বারী এ তথ্য প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন, এই স্কীম চালু করা হইলে গরীব ছাত্ররা যথেষ্ট উপকৃত হইবে।

মন্ত্রী মহোদয়ের এই ধারণা অমূলক নয়। পয়সা-কড়ির অভাবে এই দেশে বহু প্রতিভা অকালে বিনষ্ট হইয়া যায়। অনেক দিন আগে প্রতিভার অপচয় সংক্রান্ত এক প্রবন্ধে এই দেশেরই পরলোকগত একজন সাংবাদিক লিখিয়াছিলেন, সুযোগ ও অর্থাভাবে কত প্রতিভা যে বনফুলের মত সকলের অলক্ষ্যে ফুটিয়া আজীবন লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া আবার ঝরিয়া পড়ে তাহার ইয়ত্তা নাই। প্রতিভার এই অপমৃত্যুর প্রধান কারণ অর্থনৈতিক দুর্ঘটনা। মেধাবী অনেক ছাত্র-ছাত্রীর বিশেষ অবদান রাখিয়া যাওয়ার ব্যর্থতার ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য।

বাংলাদেশের শতকরা ৯৫ জন অভিভাবকই মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত এবং অতি নিম্নবিত্ত। সাধ থাকিলেও তাহাদের সাধ্য নাই। জীবনযাত্রার ক্রম-স্ফীত ব্যয় এ শ্রেণীর পরিবারে প্রতিদিনই দুঃসহ চাপ সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে। দৈনন্দিন প্রয়োজন মিটাইতে তাহারা এতই ব্যতিব্যস্ত যে, সন্তান-সন্ততির পড়াশনার উপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়া উঠিতে পারে না। ফলে অনিচ্ছা সত্ত্বেও অনেক মা-বাবা ছেলে-মেয়ের উচ্চশিক্ষা বা উপযুক্ত শিক্ষার ছেদ টানিতে বাধ্য হন। পক্ষান্তরে এমন অনেক উদ্যোগী ছাত্র ছাত্রী আছে যাহারা কিছু একটা করিয়া ভবিষ্যৎ নির্মাণ করিতে আগ্রহী। কিন্তু সুযোগ এতই সীমিত যে, ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়া উঠে না। কর্মসংস্থানের চেষ্টা করিতে গিয়া বিফল হয়। এই বিফল হওয়ার মূল সুযোগ অপেক্ষা সুযোগপ্রার্থীর সংখ্যা শত-সহস্র গুণ বেশী। কোথাও একটি কর্ম-সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হইলে শত শত প্রার্থী তীর্থের কাকের মত ভিড় জমায়। স্বভাবতঃই তখন উহা আর সুযোগপ্রার্থী ছাত্র ছাত্রীর-সীমার মধ্যে থাকে না। চাকুরী যাঁরা দেন, নিতান্ত নির্ণয়যোগ্য কারণেই তাঁরা তেমন অবস্থায় ছাত্রদের বাদ দিয়া অন্যদের গ্রহণ করিতে প্রলুব্ধ হন বেশী। ফলে কোন উপায় না দেখিয়া গরীব অথচ মেধাবী অনেক ছাত্রকে উচ্চশিক্ষার আশা পরিত্যাগ করিতে হয়। এ অবস্থায় সত্যি সত্যি যদি এমন কিছু প্রকল্প চালু করা হয় তাহা হইলে নিঃসন্দেহে উহা মঙ্গলজনক হইবে। তবে এই ক্ষেত্রে আরও একটি বিষয় স্মর্তব্য। জনশক্তি উন্নয়ন মন্ত্রী যে সমস্যার প্রতি আলোকপাত করিয়াছেন উহা এতই বিরাট ও ব্যাপক যে, শুধু সরকারী প্রচেষ্টায় সুষ্ঠু সমাধান সম্ভব নয়। এর মোটামুটি সমাধান করিতে হইলেও সরকারী প্রচেষ্টার সাথে বেসরকারী কর্মসংস্থান প্রচেষ্টা যাতে যুক্ত হইতে পারে তাহার কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ আবশ্যক।